‘কোটা পদ্ধতি উঠে যাওয়ায় আগামী দেড় বছর আমাদের গার্মেন্টস রপ্তানি বাড়বে। তারপর...’

আনিসুল হক
প্রেসিডেন্ট, বিজিএমইএ

আশঙ্কা করা হয়, আসন্ন জানুয়ারিতে বিশ্ব বাণিজ্যে গরিব দেশগুলোর জন্য নির্ধারিত কোটা প্রথা উঠে গেলে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংসের মুখে পড়বে। আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ আসে যে গার্মেন্টস শিল্প থেকে, তার বাজার হারাতে হবে চীন এবং ভারতের কাছে। অবস্থা যদি সত্যিই সেরকম হয় তবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে দেশে। কারণ এর ফলে ১৫ লক্ষাধিক গার্মেন্টস শ্রমিক তাদের কর্ম হারাবে। কোটা প্রথা উঠে যাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই। এর প্রেক্ষিতে আমরা কথা বলেছি গার্মেন্টস প্রস্তুত ও রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি আনিসুল হকের সঙ্গে। তিনি হতাশা নয় বরং আশার কথাই শুনিয়েছেন। রপ্তানি কমা নয় বরং বাড়ানোর সুযোগ আমাদের সামনে খুলে গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **বদরুল আলম নাবিল**

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত কিছুদিন থেকে আপনি বলছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের তৈরি পোশাক রপ্তানি কমেছে...?

আনিসুল হক : গত অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে গার্মেন্টস রপ্তানি ২০০০ সালের তুলনায় অনেক কমেছে। ২০০০ সালে রপ্তানি ছিল ২.২ বিলিয়ন ডলার, যেটা গত অর্থবছরে এসেছে ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার। তবে ইদানীং আবার একটু একটু করে বাড়ছে।

২০০০ : ইউরোপের অবস্থা কি?

আনিসুল : ইউরোপে আমাদের রপ্তানি বাড়ছে। গত অর্থবছরে বেড়েছে, এ বছরও বৃদ্ধি অব্যাহত আছে।

২০০০ : গত কয়েক বছর থেকে আশঙ্কা করা হচ্ছে, আসন্ন জানুয়ারি থেকে কোটা ব্যবস্থা উঠে গেলে আমাদের গার্মেন্টস শিল্প বড় রকম বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। সপ্তাহখানেক পরেই আমরা কোটামুক্ত বিশ্বের চ্যালেঞ্জে পড়ছি। এ অবস্থায় এসে আপনারা কি মনে করছেন?

আনিসুল : বিজিএমইএর পক্ষ থেকে আমরা কখনো বলিনি বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা এক লাইনে এটাকে সামারাইজ করতে চাই না। আমরা বলেছি অনেক ইকুয়েশনের ওপর এটা নির্ভর করে। আপনারা জানেন, ইস্তাম্বুল ঘোষণার কথা যেটাতে কোটা প্রথাকে আরো তিন বছর বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। আমরা বিজিএমইএর পক্ষ থেকে সে ঘোষণায় স্বাক্ষর করিনি। আমাদের দেশের অন্যান্য অর্গানাইজেশন করেছে। আমরা মনে করি আমাদের পথকে বন্ধ করে নয় বরং উন্মুক্ত করা উচিত।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশের সেরকম সমস্যা হবে না। ২০০৫ এবং ২০০৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত সেভাবে সমস্যা হবে না। বরং এ সময়ে আমাদের আরো একটু ব্যবসা বাড়বে। স্বাভাবিকভাবে একজন ক্রেতা চট করে একটা মার্কেট থেকে সরে যাবে না। এ সময় ব্যবসা বাড়বে, কারণ হচ্ছে যেসব দেশ স্বল্প আকারে গার্মেন্টস রপ্তানি করতো, সে রকম ছোট ছোট অনেকগুলো দেশের গার্মেন্টস রপ্তানি প্রতিযোগিতায় থাকতে পারবে না, বন্ধ হয়ে যাবে। গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশ একটি বড় রপ্তানিকারক দেশ। তাই বাংলাদেশে ক্রেতাদের মনোযোগ বাড়বে।

কিন্তু মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে কি ঘটবে, সেটার জন্য আমাদের আরেকটু অপেক্ষা করে বুঝতে হবে। অনেকগুলো স্টাডির মধ্যে প্রায় সবগুলো স্টাডি বলেছে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং ঐ স্টাডিগুলোকে আমি হেলাফেলা করে ফেলে দিতে চাই না। উদ্বিগ্ন হতে চাই বিশেষ করে ছোট ফ্যাক্টরিগুলোর জন্য। সে কারণেই বিজিএমইএ এত কাজ করার চেষ্টা করছে, কারখানা পর্যায়ে এবং সরকারি পর্যায়ে। সুতরাং দীর্ঘ মেয়াদে কি হবে ২০০৬, ’০৭, ’০৮-এ সে সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের আরেকটু ধৈর্য ধরতে হবে। বাংলাদেশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যেমন সম্ভাবনা আছে ছোট কারখানা, তেমনি ব্যবসা বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে। সে সুযোগগুলোকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সরকারের সঙ্গে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে এই সুবিধাগুলো আনতে হবে।

২০০০ : সেটা আনতে হলে কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা দরকার। আপনারা নিজেরা কি কি করছেন এবং সরকারের কাছ থেকে কি ধরনের নীতিগত ও অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন?

আনিসুল : ব্যক্তিগতভাবে যে যতটা পারে ভালো করার চেষ্টা করছে। আপগ্রেড করার চেষ্টা করছে। সফটওয়্যার বেইজড

হওয়ার চেষ্টা করছে। কেউ কেউ ডিজাইন প্রসেস তৈরি করার চেষ্টা করছে, কারখানাগুলোকে শহরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বড় ফ্যাক্টরি গড়ার চেষ্টা করছে। কমপ্লায়েন হওয়ার জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছে।

আবার সরকারের সঙ্গে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছি। গত এক বছরে আমরা দুটি আইন সংশোধন করতে পেরেছি, যেটা আমরা ১৯৯২ সাল থেকে চেষ্টা করে আসছিলাম। আইন দুটি হচ্ছে ওভারটাইম ও সেকেন্ড শিফটে কাজ করানোর সম্ভাবনা সংক্রান্ত।

২০০০ : পরিবর্তনটা কি হয়েছে?

আনিসুল : আমাদের দেশে অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে। চাইলেই ১০ ঘন্টার বেশি ওভারটাইম করা সম্ভব না। কিন্তু থাইল্যান্ডে ওভারটাইমের কোনো ফিক্সড সময় নেই, ফিলিপিন বা মালয়েশিয়া চাইলে ১০৪ ঘন্টা ওভারটাইম করাতে পারে। এখন আমরা সেখানে ১০ ঘন্টার জায়গায় ১২ ঘন্টা ওভারটইম করাতে পারি শ্রমিকদের সম্মতিক্রমে এবং পুরোপুরি ফ্যাসিলিটিতে। আরেকটি হচ্ছে দ্বিতীয় শিফট, পুরোপুরি সুযোগ-সুবিধা দিয়ে রাত ৮টার পর থেকে দ্বিতীয় শিফট চালানো যাবে। এটাও আমরা অনেক দিন থেকে চেষ্টা করছিলাম।

আমরা ভ্যাট ফ্রি করার চেষ্টা করেছিলাম। ইন্ডাস্ট্রি মোটামুটি ভ্যাট ফ্রি হয়েছে গার্মেন্টস শিল্প। এতে খরচ কিছুটা কমবে। আমরা বীমা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে নেগুশিয়েট করে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ইন্স্যুরেন্স চার্জ কমিয়েছি। স্টকলট যে কারখানাগুলোর হয় তা পুনঃতফসীল করতে গেলে আবার যাতে ডাউন পেমেন্ট না দিতে হয় সে ব্যবস্থা করেছি।

চট্টগ্রাম বন্দর এবং কাস্টমসে কিছু প্রসেস কমানোর চেষ্টায় অগ্রগতি এনেছি। আগামি কাল (২০ ডিসেম্বর) ঢাকা কাস্টমসের সঙ্গে একটা ছোট সমঝোতা স্বাক্ষর করবো যাতে, রপ্তানির ৪৭টি প্রক্রিয়া থেকে ৬টি প্রক্রিয়ায় আনতে পারি। আমরা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে চেষ্টা করছি, চট্টগ্রাম বন্দরে ১০ জায়গায় একটা ফাইল নিয়ে দৌড়াতে হয়, এখনো আমদানিতে ৪৮টি সই করাতে হয়, কাস্টমস কমিশনারের সঙ্গে আমরা সমঝোতায় এসেছি যাতে ১০ জায়গায় না হয়ে একটি জায়গায় একটি রুমে ফাইলগুলো সই হবে, সেই একটি রুমের ব্যবস্থা আমরা করেছি। তাতে অনেক খরচ কমবে তা নয়, তবে সময় বাঁচবে। কমিশনার সাহেব আমাদের কথা দিয়েছেন সকালবেলা ডকুমেন্ট জমা দিলে বিকেলবেলা যাতে আমরা মাল ডেলিভারি করতে পারি তার ব্যবস্থা করবেন। শিপিং এজেন্টদের সঙ্গে আমরা মিটিং করেছি, শিপিং এজেন্টরা বিশেষ করে ফরোয়ার্ডরা অনেক বেহুদা টাকা আমাদের কাছ থেকে নেয়, এটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে আশা করি।

ব্যাংকগুলোর এমডি এবং চেয়ারম্যানদের একটা সেমিনার আমরা ডাকছি, যাতে আমরা ব্যাংকিং খরচ কমাতে পারি, সেটা একটা বড় খরচ। রুগ্‌ন শিল্প কিছু সমস্যা আছে এদেরকে আমরা আবার ব্যবসায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি।

কিন্তু সরকারের সঙ্গে কয়েকটি জায়গায় এখনো একমত হতে পারিনি। আমরা মনে করি, এই মুক্তবাজারে বেনাপোল বন্দর খুলে দেয়া উচিত। আমরা মনে করি ডেরোগেডেট জিএসপি সুবিধা বাংলাদেশের চাওয়া উচিত।

সবচেয়ে বড় উদ্যোগ যেটা বিজিএমইএ হাতে নিয়েছে সেটি হলো, আমেরিকায় শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়ার ব্যাপারে। এটা খুবই একটি কঠিন কাজ কিন্তু অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে আমরা ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসে একটি বিল উত্থাপন করার চেষ্টা করছি। যদি সেটি পাস হয় তাহলে একটা বড় কাজ হবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে। সুতরাং আমরা সতর্ক।

আমাদের অনেক সমস্যা আছে যেমন ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজে ওভেন সেক্টরে আমরা ফুলফিল নই। এই খাতে বিনিয়োগ হয়নি, মূল্য আমরা উৎপাদন করি না, এই সমস্যাটা আমাদের আছে কিন্তু ভয় পেয়ে গেলে চলবে না। বরং অন্যভাবে আমরা কিভাবে ক্রেতাদের খুশি করতে পারি সে চেষ্টা করতে হবে এবং আস্তে আস্তে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের উন্নয়ন করতে পারি সে চেষ্টা চালাতে হবে।

২০০০ : ব্যক্তিগত ব্যবসার একটি প্রশ্ন করি, আপনি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কারখানার জন্য জায়গা দরকার, কারণ কি?

আনিসুল : যেহেতু অনেকগুলো দেশ বন্ধ হয়ে যাবে, তখন যে দেশগুলো যত বেশি ভালো প্রোডাকশন অফার করতে পারবে ক্রেতারা সেখানেই যাবে। কাস্টমারকে যদি বড় পরিমাণে প্রোডাকশন অফার করতে হয় তো আপনার ফ্যাক্টরিকে বড় হতে হবে। আমি মনে করি যার যতটুকু সম্ভব ফ্যাক্টরি বড় করা উচিত। সে ক্ষেত্রে আমার কাস্টমারদের যে চাহিদা আছে তাতে আমার উৎপাদন ক্ষমতা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। বেশ বাড়ানো প্রয়োজন।

২০০০ : ব্যাপারটা কি এভাবে বলা যায়, বাংলাদেশেও কোনো কোনো তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক কোটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল?

আনিসুল : ইস্তাম্বুল ঘোষণায় আমরা কেন সই করিনি? আমরা চাইলেও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও দেড় থেকে দুই বিলিয়ন ডলারে আমরা আটকে থাকতাম। আজকে কোটা উঠে যাওয়ায় ১০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করার সুযোগ আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আজকে আমি স্বপ্ন দেখতে চাই, ১০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করার ক্ষমতা আমার আছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের আছে। আমার ব্যাংকের সেই আর্থিক ক্ষমতা আছে। আমার চট্টগ্রাম বন্দর ৫ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডেল করে, ১০ লাখ কনটেইনার করার সুযোগ আছে। সেই সম্ভাবনা উন্মুক্ত হচ্ছে। তার জন্য সবাই মিলে কাজ করতে হবে। মাহাথির মোহাম্মদ বারবার বলে গেলেন, ওনার কর্মজীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল একটাই- কর্মসংস্থান। এই এমপ্লয়মেন্ট শব্দটি একসঙ্গে ৫ বার বলেছেন। আমি ভ্যালু এডিশনের কোনো চিন্তা করিনি, আমি চিন্তা করেছি আমার দেশে কর্মসংস্থান হোক এবং সে জন্য আমি কোথাও সমঝোতা করিনি। সে কর্মসংস্থান যখন হবে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূল্য সংযোজন বাড়বে। শ্রমিকের কদর বাড়বে। আমরাও মনে করি আমাদের সেই ওপেনিংটা হয়েছে এবং সেজন্য আমদের প্রস্তুতি নেয়া দরকার। সে কারণেই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের এই এক্সপেনশন।

আজকে কোটা উঠে যাওয়ায় ১০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করার সুযোগ আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আজকে আমি স্বপ্ন দেখতে চাই, ১০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি করার ক্ষমতা আমার আছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের আছে। আমার ব্যাংকের সেই আর্থিক ক্ষমতা আছে। আমার চট্টগ্রাম বন্দর ৫ লাখ কনটেইনার হ্যান্ডেল করে, ১০ লাখ কনটেইনার করার সুযোগ আছে

২০০০ : পশ্চাদমুখী সংযোগ শিল্প উন্নয়নের জন্য বিজিএমইএ কি কিছু করছে?

আনিসুল : ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের দুটি দিক আছে- একটি নিট, অন্যটি ওভেন। নিটে বিনিয়োগ অনেক কম লাগে, ১ থেকে ১০ মিলিয়ন ডলার। ৫০-৬০ কোটি টাকায় সম্ভব। ওভেন এমন একটি টেকনলোজি, সেখানে ভালো মতো প্রডাকশন করতে হলে ১ থেকে দেড়শ' কোটি টাকার বিনিয়োগ দরকার। অনেক ব্যবসায়ীর কাছে এতো টাকা নেই।

আমরা বারবার বলছি, ইকুয়িটির শেয়ার কমিয়ে দাও তাহলে বিনিয়োগ বাড়বে।

এখনো ১২ থেকে ১৪ শতাংশ সুদের হার, এই হারে লাভ করা খুবই কষ্টকর। যিনি মনে করেন ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজে গেলে সুবিধা হবে, তিনি নিটে বা ওভেনে যাচ্ছেন। এখানে বিজিএমইএ, বিটিএম সদস্য হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এটা একটা স্বতন্ত্র ব্যবসা এবং সেদিকে কিন্তু বেশ বিনিয়োগ ইদানীং হচ্ছে। লোকজন অনেক গেছে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজে। এর কিন্তু আবার কোনো সীমা নেই যে এই পর্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের সীমা। স্কাই ইজ দ্য লিমিট। ওভেন উৎপাদন যত বাড়বে গার্মেন্টস রপ্তানির সুযোগও তত বেশি তৈরি হবে।

২০০০ : মাঝখানে সরকার একটি ট্রাস্কফোর্স গঠন করেছিল। আপনাদের দাবি ছিল সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়ার হাউজ এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রি গড়ার জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল তৈরির প্রস্তাব ছিল। কিন্তু পরে সরকার তা গ্রহণ করেনি।

আনিসুল : আমরাই বলেছিলাম ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের জন্য টাকা দাও, সুদ কমিয়ে দাও। আবার বলেছি, সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়ার হাউজের পারমিশন দেয়া হোক। আমরা সে দাবি থেকে এখনো সরে আসিনি। আমাদের দাবি নাকচ করা হয়নি। এটা ফেরত পাঠানো হয়েছে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। আশা করি এই ফাইল আবার আসবে এবং সরকার সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে। এটা মার্কেট এক্সেসের জন্য প্রয়োজন, যেমন প্রয়োজন ডেরোগেডেট জিএসপি সুবিধা।

২০০০ : ৩ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাবিত তহবিলের টাকাটা কিভাবে ব্যবস্থা করা যায়?

আনিসুল : টাকা কিন্তু অনেক আছে সরকারের কাছে এবং বেসরকারি ব্যাংকের কাছেও তখন অলস ১০ হাজার কোটি টাকা আছে। সরকার নিজে থেকে টাকা না দিয়েও সুদ কমিয়ে, বেসরকারি ব্যাংককে কিছু ইনসেনটিভ দিয়ে অথবা সুদটাকে যদি সাবসিডাইজ করা যায় তা দিয়ে বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বেসরকারি ব্যাংকের যে টাকা জমা থাকে সে জমাটাকে যদি এর সঙ্গে রিলেট করা যায় সেভাবে কিন্তু ইনসেনটিভটা দেয়া সম্ভব। সরকার চাইলে তহবিল গঠন করতে পারে কম সুদের হারে, ম্যাকানিজম তৈরি করতে পারে যাতে বেসরকারি ব্যাংকগুলো এ খাতে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়। এটা করা প্রয়োজন। আজকে সবচেয়ে সুবিধা হতো যদি আমরা সবকিছু বাংলাদেশে পেতাম। তবে চাইলেও এখন বাংলাদেশে ওভেনের সব কাপড় পাওয়া সম্ভব নয়। ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ যা আমরা পাচ্ছি। আবার ১০০ ভাগ পূরণের কোনো ব্যাপার নেই। যখন ৫ বিলিয়ন রপ্তানির জন্য ১০০ ভাগ ওভেন কাপড় বাংলাদেশেই উৎপাদন হবে, তখন আমরা আর ৫ বিলিয়ন রপ্তানিতে থাকব না, ১০ বিলিয়নে চলে যাব।

এর জন্য আমাদের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এগিয়ে আসা উচিত। এর সঙ্গে গার্মেন্টস শিল্পের বিএমআর করার জন্য টাকা দেয়া উচিত। এখন আধুনিক ফ্যাক্টরি ও মেশিনারি দরকার। ফ্যাক্টরিগুলো শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুবিধা দেয়া দরকার। আমরা আদমজী চেয়েছিলাম। সবকিছু মিলিয়ে এটাকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে গার্মেন্টসকে ধরতে হবে। এত বড় কর্মসংস্থান অন্য কোনো সেক্টরে সম্ভব নয়। ৫০০ মিলিয়ন, ৫ বিলিয়ন হতে অনেক সময় লাগবে। এটাই একমাত্র সেক্টর, যেখানে স্কাই ইজ দ্য লিমিট। যথেষ্ট আমার দক্ষ শ্রমিক আছে। আমার বিজনেস ইকিউপমেন্ট গ্রো করেছে। আমি সারা পৃথিবীর মার্কেট চিনি এবং সমস্যাগুলো জানি। লোকাল সমস্যা ফেস করার ক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি। তাই এ সেক্টরের পেছনে যত বেশি সম্ভব সহায়তা দেয়া উচিত।

এক বছর আগে আমরা খুবই ভীত ছিলাম যে, বাংলাদেশ থেকে সব ব্যবসা চলে যাবে। ৬ মাস আগে আমরা হাফ হার্টেড ছিলাম। এখন আমরা আত্মবিশ্বাসী। কারণ বিজিএমইএ কিছু পজিটিভ কাজ করায় ক্রেতারা তাদের মুড পরিবর্তন করছে

২০০০ : বিজিএমইএর প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার ১ বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন। এ সময়ে আপনার অর্জন কি?

আনিসুল : আগে যেসব বিষয়গুলো বলেছি এগুলো আমরা এই ১০ মাসে অর্জন করেছি, যা ১০ বছরেও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া যা বলা হয়নি- ঢাকা ও চট্টগ্রামে একটা সেল খুলেছি, মানে একটা রুম, যেখানে কাস্টমাররা এসে বসতে পারেন। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা একটা বড় সফল মিটিং করেছি। অর্থমন্ত্রীকে গত ৫ বছর আমাদের মাঝে সেভাবে পাচ্ছিলাম না। সবাই বলতো, অর্থমন্ত্রী বিজিএমইএর প্রতি একটু বিরূপ, সেটা কেটে গেছে। এগুলোর কোনোটিই গত ১০ বছরে হয়নি। প্রত্যেকটি কাজই একটি মাইলস্টোন। তবে ১০ মাসে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আমেরিকায় ডিউটি ফ্রির ব্যাপারে, আশা করি আগামী বছরের মধ্যে এটা পেয়ে যাব। আমরা ৫ জন সিনেটর এবং ৭ জন কংগ্রেসম্যানকে ঠিক করেছি। ৩১ জন স্টাফসহ একটি অফিস সেখানে এ জন্য কাজ করছে।

২০০০ : আপনি বলেছিলেন কোটা উঠে যাওয়ায় বেশ কিছু দেশের গার্মেন্টস রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবে। এই তালিকায় কোন কোন দেশ আছে?

আনিসুল : অনেক দেশ বন্ধ হয়ে যাবে জর্ডান, নেপাল, মালদ্বীপ, কিছু আফ্রিকান দেশ। কোটামুক্ত বিশ্বে আমাদের চীন, ভারত এবং আংশিকভাবে পাকিস্তানের মোকাবেলা করতে হবে। কারণ পাকিস্তানের টেক্সটাইল সেক্টর শক্তিশালী। এ খাতে ওরা ৫-৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে।

২০০০ : টেক্সটাইলে বিনিয়োগ বেশি লাগে কিন্তু এখানে যেহেতু বড় গার্মেন্টস শিল্প আছে, কাপড়ের বড় মার্কেটও আছে, এ ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ আসছে না কেন?

আনিসুল : এটা রাজনৈতিক কারণ। এই মার্কেটের ওপর তারা আস্থা রাখতে পারছে না সম্ভবত। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে।

২০০০ : ফেব্রুয়ারিতে বিজিএমইএর নির্বাচন। আপনি প্রার্থী হচ্ছেন?

আনিসুল : আমার দল বললে নির্বাচন করব।

২০০০ : গত নির্বাচনে আপনারা দু' গ্রুপের মধ্যে ২ বছরের মেয়াদ ভাগাভাগি করেছিলেন। এর ফলাফল কি?

আনিসুল : এর অনেক সুফল পাওয়া গেছে। এতে নিজেদের মধ্যে কোনো রেষারেষি থাকে না। একজন আরেকজনের কাজে সহায়তা করে। আমি যখন যাকে চাই তাকে পাই, সে যে দলেরই হোক। কেউ লেগে থাকে না পেছনে। আমি এক রকম বললাম, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষকে আরেকজন আরেক রকম বলল- এসব হয় না।

২০০০ : সব শেষে জানতে চাই, আপনি বলেছেন স্বল্প মেয়াদে রপ্তানি বাড়বে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে গার্মেন্টস সেক্টর আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

আনিসুল : পরিস্থিতি প্রতিদিনই পরিবর্তন হয়। এক বছর আগে আমরা খুবই ভীত ছিলাম যে, বাংলাদেশ থেকে সব ব্যবসা চলে যাবে। ৬ মাস আগে আমরা হাফ হার্টেড ছিলাম। এখন আমরা আত্মবিশ্বাসী। কারণ বিজিএমইএ কিছু পজিটিভ কাজ করায় ক্রেতারা তাদের মুড পরিবর্তন করছে। বিজিএমইএ একটি সমন্বয় সেল করেছে ৩৯ জনের। এটা কাস্টমারদের অনেক কনফিডেন্স দিয়েছে। বিজিএমইএ চেষ্টা করছে ফ্যাক্টরিগুলোকে কমপ্লাইন (সমন্বয়) করার বিনা পয়সায়। এক বছর আগে এই জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমরা বলেছি কমপ্লাইন না করলে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না।